জন স্বাস্থ্য অভিযান ও সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্ক

বিবৃতি

২৮.০৪.২০২০

কোভিড ১৯ অতিমারি মোকাবিলায় বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভূমিকা ও সরকারের করনীয়

এখনও পর্যন্ত যাবতীয় টেস্টিং এর ও প্রায় ২০,০০০ (আজকের দিনেপ্রায় ৩৭,০০০) কোভিড আক্রান্তের চিকিৎসার মূল দায়িত্ব ও ভার আমাদের সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থাই বহনকরছে। অথচ আশা করা গিয়েছিল যে দেশে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি থাকার কারনে বেসরকারি হাসপাতালগুলি এই সংকটের সময়ে দায়িত্বের একটি সিংহভাগ বহন করতে এগিয়ে আসবে।

একথা মনে রাখার দরকার যে গত দু'দশকে সরকারের স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরন ও বানিজ্যিকরনের নীতি ও সক্রিয় মদতে বেসরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও আয়ুষ্মাণ ভারত প্রকল্পের দুইতৃতীয়াংশ বীমা-দাবি মেটানোর অর্থই গেছে বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। সরকার জেলা হাসপাতালগুলিকেও প্রাইভেট – পাবলিক অংশীদারির নামে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল যে বেসরকারি হাসপাতালের কাছে অনেক সংখ্যায় ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট, ভেন্টিলেটর এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকার কারনে তারা সংকটাকুল রোগীর চিকিৎসাতো বটেই, এমনকি সরকারী হাসপাতালগুলির মূল নজর এখন কোভিড চিকিৎসায় থাকার জন্যে অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে তা সামাল দেবার জন্যেও এগিয়ে আসবে।

বাস্তব হলো কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা কর্মীদের মধ্যে সংক্রমণের কারনে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার কারন ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি হাসপাতালগুলি হয় গা বাঁচিয়ে চলছে বা এর মধ্যেও মুনাফা লূটতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেক জায়গায় কোভিড ছাড়া অন্যরোগের চিকিৎসাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোভিড ১৯ টেষ্টিং এর ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয়সরকার টেষ্ট পিছু এমনিতেই যথেষ্ট বেশি (৪৫০০/-) টাকা বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও স্বীকৃতি প্রাপ্ত বহু বেসরকারি পরীক্ষাগার এখনো কাজই শুরু করে ওঠেনি। অনেক ক্ষেত্রে আবার বেসরকারি হাসপাতালগুলি কোভিড সংক্রমনণে ভর্তি হওয়া রোগী ছাড়াও সব রোগীর জন্যেই কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক করে দিচ্ছে এবং বহু ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া টাকার বাইরেও নানা অছিলায় টেস্টের জন্যে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে।

বেসরকারী হাসপাতালগুলি এই সময়ে রোগ বিস্তারের নজরদারীতেও বিশেষ ভুমিকা নিতে পারতো যদি তারা সিভিয়ার একিউট রেসপিরেটরি ইলনেস (সারি) বা তীব্র শ্বাসকষ্ট যুক্ত রোগ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস বা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগের খবর সরকারের নজরে আনার কাজটি নিয়মিত করতো। অথচ দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব হাসপাতাল বহির্বিভাগ বন্ধ করে দিয়েছে আর সেজন্যে এই নজরদারি চালানোর দায়ও তারা ঝেড়ে ফেলেছে। একথা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া এসমা (ESMA) আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এও নজরে এসেছে যে অনেক ক্ষেত্রে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের বেসরকারি হাসপাতাগুলি ভর্তি করছে না। আক্রান্ত রোগীদের বের করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিপুল পরিমান টাকার বিল করা হচ্ছে। সাড়ে বারো লক্ষ টাকা বিল করা হয়েছে তাও নজরে এসেছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে আমরা নিম্নলিখিত দাবীগুলি জানাচ্ছি –

১। এই পরিস্থিতি সরকার দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসুন। ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকারের নিজস্ব শর্তে বেসরকারী হাসপাতালগুলির এই সংক্রান্ত পরিষেবা আংশিক বা পুরো দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হোক। তাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হোক।

২। বেসরকারি পরীক্ষাগারে সমস্ত কোভিড টেস্ট এর খরচ জেলাস্তর পর্যন্ত সরকার বহন করুক যাতে রোগীর জন্য টেস্ট বিনা মূল্য হয়। তবে এই অজুহাতে যেন সরকারী খাতের সিংহভাগ বেসরকারী হাতে না ব্যয় হয় তাও বিবেচনায় রাখার দরকার।

৩। সামান্য বা মাঝারি উপসর্গের রোগীদের জন্যে বেসরকারি নার্সিংহোম, হোটেল বা হোস্টেলকে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সাময়িক অধিগ্রহন করা হোক।

৪। তীব্র উপসর্গের রোগীদের জন্যে যে সমস্ত হাসপাতালের ক্রিটিকাল কেয়ার ব্যবস্থার প্রতুলতা রয়েছে তাদের কোভিড চিকিৎসার জন্যে নেওয়া হোক।

৫। সরকারী ছোট হাসপাতালগুলি (সেকেন্ডারী বা টারশিয়ারী স্তরের) হাসপাতালগুলির থেকে দরিদ্র রোগীদের বার করে দিয়ে সেগুলিকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করা অবিলম্বে বন্ধ হোক। এই সব হাসপাতালের একটি অংশ কেবল এই প্রয়োজনে ব্যবহার করা হোক।

৬। যে সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালে কোভীড চিকিৎসা হচ্ছে না সেখানে সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় তা সুনিশ্চিত করে সেগুলিকে খোলা রাখা সুনিশ্চিত করা হোক।

৭। বেসরকারি হাসপাতালগুলি ব্যক্তি সুরক্ষা, সংক্রমনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা, পিপিই ব্যাবহার সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশনামা মানছে কিনা তা সরকারী নজরদারীতে আসুক।

৮। রোগীর পরিচিতি সংক্রান্ত গোপনীয়তা মানা হচ্ছে কিনা তা দেখা হোক।

৯। বেসরকারি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে রোগী বা স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিযোগ জানানোর একটি হেল্পলাইন চালু করা হোক।

১০। সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থাই যেহেতু মূল দায়িত্ব পালন করছে তাই সেখানে মানবসম্পদ, কুশলতাবৃদ্ধি, যান্ত্রিক উপকরণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় বাড়ানো হোক।

ভারত সরকার এই পরিস্থিতিতে মুনাফা সর্বস্ব বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার ও প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সার্বিক ব্যর্থতার থেকে শিক্ষা নিয়ে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করুক। বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অনুদান – ভর্তুকি দিয়ে পুষ্ট না করে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার উৎকর্ষের জন্যে বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করুক। কোভিড পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের স্বাস্থ্যনীতির মোড় ঘুরিয়ে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার কাজটি শুরু হোক।